দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ : 1 FEB 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

এসএসসি পরীক্ষা শুরু : ঝরিয়া পড়ার হার এখনও উদ্বেগজনক পর্যায়ে

চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে আজ হইতে শুরু হইয়াছে এসএসসি পরীক্ষা। চলিবে ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত। এই উপলক্ষে গত ২৯শে জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠানে দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা কামনা করিয়াছেন। সেই সাথে কিছু সুসংবাদও দিয়াছেন তিনি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করিয়া তিনি জানাইয়াছেন যে, প্রতি বৎসর ১লা ফেব্রুয়ারিতেই এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। তাহার মতে, গত দুই বৎসর যাবৎ এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হইয়াছে যাহা অতীতে কখনই সম্ভব হয় নাই। ইহাছাড়াও ২১টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া, শিক্ষা বোর্ডসমূহের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির অনলাইনে তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থা এবং প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সময়ও কিছুটা বাড়ানো হইয়াছে বলিয়া তিনি জানান। উদ্যোগগুলি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। শিক্ষামন্ত্রী দাবি করিয়াছেন যে, তাহাদের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরিয়া পড়ার হার অর্ধেকে নামিয়া আসিয়াছে। তাঁহার এই দাবি সত্ত্বেও সংবাদ সম্মেলনে ঝরিয়া পড়ার যেই চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে তাহা খুবই উদ্বেগজনক বলিয়া আমরা মনে করি।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে এইবার প্রায় দেড় লক্ষ ছাত্রছাত্রী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতেছে। আর ইতিমধ্যে ঝরিয়া পড়িয়াছে প্রায় ২৮ শতাংশ। শিক্ষামন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, ঝরিয়া পড়া রোধে প্রাথমিক পর্যায়ে ৭৮ লক্ষ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি দেওয়া হইতেছে। সরকারের এতোসব উদ্যোগ-আয়োজন সত্ত্বেও এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী কেন ঝরিয়া পড়িতেছে সেই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক শুধু নয়, অতি গুরুত্বপূর্ণও বটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতাপরবর্তীকালে সকল সরকারই শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়াছে। অর্থও বরাদ্দ করা হইয়াছে সেইভাবে। কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে শিক্ষার্থীদের ঝরিয়া পড়ার প্রবণতা রোধ করা সম্ভব হয় নাই অদ্যাবধি। শিক্ষামন্ত্রী ইহার জন্য প্রধানত দারিদ্র্যকেই দায়ী করিয়াছেন। ঝরিয়া পড়া রোধে সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের দীর্ঘকালীন ব্যর্থতার দায় দারিদ্র্যের উপর চাপাইয়া দেওয়ার এই প্রবণতাও নূতন নহে। দারিদ্র্যকেই ঝরিয়া পড়ার প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া প্রচুর অর্থও ব্যয় করা হইয়াছে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু তাহাতে পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি যে হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। গোড়ায় গলদ থাকিলে তাহা হইবার কথাও নহে।

সেই আসল গলদটি কোথায় তাহাও কমবেশি সকলেই জানেন এবং তাহা আমাদের সামগ্রিক সমাজ-বাস্তবতা হইতে বিচ্ছিন্ন কিছু নহে। অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতাই যেইখানে সবকিছুর নিয়ামক, সেইখানে ইহার চাইতে ভালো কিছু ঘটাটাই বরং অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। শিক্ষাঙ্গনের চিত্রও ভিন্ন নহে। কার্যকরভাবে ঝরিয়া পড়া রোধ করিতে হইলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নত করিতে হইবে। পরীক্ষাভীতি হইতে মুক্ত করিতে হইবে ছাত্রছাত্রীদেরকে। আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদ জাগাইয়া তুলিতে হইবে তাহাদের মধ্যে। কিন্তু নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি হইতে শুরু করিয়া প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির কশাঘাতে জর্জরিত শিক্ষকদের পক্ষে তাহা কি আদৌ সম্ভব? অপ্রিয় হইলেও সত্য যে, দিন বদলাইতে হইলে সর্বাগ্রে নিজেদেরকে বদলাইতে হইবে।

শিক্ষামন্ত্রী নকলমুক্ত পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, লক্ষ লক্ষ নবীন শিক্ষার্থীর জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে এই পরীক্ষাটি। অতএব, সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নকলমুক্ত শুধু নয়, সম্পূর্ণ উদ্বেগমুক্ত পরিবেশে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হউক— ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা।